সমকাল

তারিখ ... 14 AUG 2019 ...
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... 1 ...

শিক্ষকদের দাবি, অপব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তি

অষ্টম পে স্কেল

মোহাম্মদ হাফিজুল ইসলাম

সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে সরকারি আমলা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে যে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে তা হলো প্রস্তাবিত অষ্টম বেতন স্কেল। বর্তমান আর্থিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে এটি নিঃসন্দেহে একটি প্রয়োজনীয় ও মহতী উদ্যোগ। কারণ দেশের সার্বিক বাজার পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকারি কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে টিকে থাকার জন্য নিতান্তই অপ্রতুল এবং ব্যাংক-বীমাসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তুলনা করলে কিছুটা অবমাননাকরও বটে। নতুন বেতন স্কেলে নির্ধারিত বেতন-ভাতাদি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত এবং প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যেটি দুঃখজনক সেটি হলো এখানে অধিকাংশ সময়ই রক্ষকরা ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাই তো বাংলাদেশে সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিচারক এবং সর্বশেষ সরকারি আমলা প্রত্যেকেই সময়কে কাজে লাগিয়ে নিজেদের পদমর্যাদাসহ আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে নিয়েছেন।

একটি রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার স্বার্থে বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়। যেমন, আইন-শৃঙ্খলা ও বিচার ব্যবস্থা, প্রশাসনিক কার্যক্রম, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা কার্যক্রম, বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ইত্যাদি। সব কার্যক্রমই সমগুরুত্বপূর্ণ এবং সামগ্রিক উন্নয়নের শর্ত। কিন্তু সব উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা। তাই তো নেপোলিয়ন বলেছিলেন– আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও; আমি তোমাদেরকে একটি শিক্ষিত জাতি দেব। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। আধুনিক ও মানসম্মত শিক্ষা ব্যতীত একটি আধুনিক রাষ্ট্র গঠন অবাস্তব কল্পনা। তাই তো উন্নত বিশ্বে শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করা হয়। অথচ বাংলাদেশে প্রতি অর্থবছরেই শিক্ষা খাতে বরাদ্দ তুলনামূলক হ্রাস পাচ্ছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিআরটিসি, রেলওয়ে কিংবা পাটকলের সঙ্গে তুলনা করে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে। শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব হ্রাসের কারণে আজ শিক্ষকরাও অবজ্ঞার শিকার হচ্ছেন। এটি একটি জাতিকে ধ্বংস করার জন্য সুদূরপ্রসারী চক্রান্তের প্রাথমিক লক্ষণ।

প্রস্তাবিত অষ্টম বেতন স্কেলে সিলেকশন গ্রেড বাতিল করার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু খ্যাতিমান সিনিয়র অধ্যাপক, যারা বর্তমান ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স-এ ১৯তম ধাপে সরকারের অতিরিক্ত সচিবদের সমমর্যাদায় আসীন ছিলেন, সে পদটির বিলুপ্তি ঘটবে এবং খ্যাতিমান ও প্রবীণ অধ্যাপকদের অবস্থান ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স থেকে হারিয়ে যাবে। এসব সম্মানিত ও সিনিয়র অধ্যাপক অঘোষিতভাবে যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার সরকারি কর্মকর্তাদের কাতারে চলে আসবেন। এতে তাঁদের বেতন ও সম্মান দুটোই খোয়া যাবে। অন্যদিকে আবার সিনিয়র সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত/সচিব নামে নতুন দুটো পদ বেতন স্কেলে যোগ হওয়াতে সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী একজন প্রবীণ ও সিনিয়র অধ্যাপকের ওপরে আমলাদের আরও ৫টি উচ্চতর ধাপ সৃষ্টি হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চলমান বিভিন্ন কর্মসূচির মূল এজেন্ডা এই পদমানক্রম বা মর্যাদার বিষয়টি। কারণ প্রস্তাবিত নতুন বেতন স্কেলের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মর্যাদা অবনমিত করা হয়েছে।

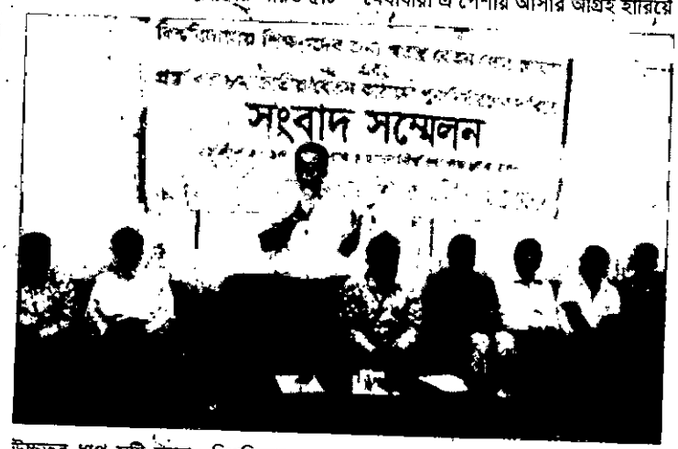

এ ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত এবং অনেক উন্নয়নশীল দেশেও শিক্ষকরা সর্বোচ্চ বেতন পেয়ে থাকেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা স্বতন্ত্র বেতন স্কেলের দাবি জানালেও এটি দাবি করেননি যে, সব অধ্যাপককে এমনকি সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের গাড়ি দিতে হবে, গাড়ির ড্রাইভার দিতে হবে এবং গাড়ির জ্বালানি বাবদ মাসে ৪০ হাজার টাকা দিতে হবে, যা বর্তমানে যুগ্ম সচিব বা যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার সব কর্মকর্তাই ভোগ করে থাকেন। বিদেশি সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান প্রবীণ এবং সিনিয়র অধ্যাপকগণ যখন গাড়ি সুবিধা পান না; তখন লেখাপড়া করে যে গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে– এ জাতীয় লেখাপড়া জাতির সঙ্গে প্রতারণা বৈকি। বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন শিক্ষকের সংখ্যা অনেক যারা বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ফরেন এবং পুলিশ প্রশাসনসহ বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগলাভের সুযোগ পেয়েও যোগদান না করে বরং শিক্ষকতাকে বেছে নিয়েছেন। অবচেতন মনে এখন অনেক শিক্ষক হয়তো নিজেকে প্রশ্ন করেন– তবে কি ভুলই হয়ে গেল? এভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যতে মেধাবীরা এ পেশায় আসার আগ্রহ হারিয়ে ফেলবেন এবং যারা বর্তমানে আছেন তারা হতাশায় ভুগবেন। তাই এ অবস্থা থেকে উত্তরণ জরুরি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি বিষয়টি সমাধানের জন্য।

আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় অনেক সময় বিভ্রান্তিকর খবর প্রকাশিত হয় এবং জাতির সঙ্গে মিথ্যাচার করা হয়। বিভিন্ন পত্রিকায় আমলাদের বরাত দিয়ে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আট থেকে দশ বছরের মধ্যে অধ্যাপক হয়ে যান এবং তারা যুগ্ম সচিব পর্যায়ের পদমর্যাদা ভোগ করেন। অথচ একজন সরকারি কর্মকর্তার যুগ্ম সচিব পদে পৌঁছতে সময় লাগে কমপক্ষে বিশ থেকে পঁচিশ বছর। এখানেই শুভঙ্করের ফাঁকি এবং আসল মিথ্যাচার। কারণ, উচ্চতর ডিগ্রি ব্যতীত একজন শিক্ষকের অধ্যাপক হওয়ার জন্য কমপক্ষে বিশ বছর এবং কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে চব্বিশ-পঁচিশ বছর পর্যন্ত সময় লাগে। এক্ষেত্রেও তার কমপক্ষে আট থেকে বারোটি প্রকাশিত আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা প্রবন্ধ থাকতে হয়। আট থেকে বারোটি প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ এবং পিএইচডি ডিগ্রি থাকলেই কেবল একজন শিক্ষক বিভিন্ন শর্ত পূরণ সাপেক্ষে সর্বনিম্ন বারো বছরে অধ্যাপক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। আবার অধ্যাপকদের মধ্যে সবাই সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্ত অধ্যাপক নন। নিয়ম অনুযায়ী একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউজিসি অনুমোদিত অধ্যাপক পদের এক-চতুর্থাংশ সিনিয়র অধ্যাপক সিলেকশন গ্রেড পাবেন, যাদের মোট চাকরিকাল কমপক্ষে বিশ বছর। তন্মধ্যে অধ্যাপক হিসেবে কমপক্ষে পাঁচ বছর এবং বিদ্যমান সপ্তম বেতন স্কেলে ৩৯ হাজার ৫০০ টাকা মূল বেতনে কমপক্ষে এক বছর চাকরিকাল আছে। সে হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক-চতুর্থাংশ অধ্যাপকও সিলেকশন পাওয়ার যোগ্য নন এবং যারা যোগ্য তাদের মধ্যে আবার অনেকেই নিয়মের কারণে সিলেকশন গ্রেডে যেতে পারেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ অধ্যাপক সিলেকশন গ্রেড না পেয়েই অবসরে যান এবং সব অধ্যাপকের সিলেকশন গ্রেড প্রদান আমাদের দাবিও নয়। উল্লেখ্য, বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ছয়শ' শিক্ষক কর্মরত থাকলেও সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্ত অধ্যাপক মাত্র একজন, যিনি, অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদা ভোগ করেন; সুযোগ-সুবিধা নয়। সিলেকশন গ্রেড বাতিল করা হলে তিনি যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার বেতন স্কেলে অবনমিত হবেন, যেটি হবে অত্যন্ত দুঃখজনক। ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কিছু পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়তো সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্ত কোনো অধ্যাপক নেই। পত্রিকায় সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্ত কিংবা পাওয়ার যোগ্য অধ্যাপকের সংখ্যাকে যেভাবে বাড়িয়ে বলা হয়, সেটি সত্যিই বিভ্রান্তিকর। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যেহেতু সরকারি চাকরিজীবীদের তুলনায় আরও কিছু অধিক সময় চাকরি করার সুযোগ পান, সেহেতু অধ্যাপকদের সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্তির শর্ত হিসেবে মোট চাকরিকাল বিশ বছর থেকে বৃদ্ধির বিষয়টি আলোচনায় আসতে পারে, কিন্তু সিলেকশন গ্রেড একেবারেই বাদ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান প্রবীণ ও সিনিয়র অধ্যাপকদের যুগ্ম সচিব পদমর্যাদায় অবনমিতকরণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদমানক্রম কখনোই কেবিনেট সচিব বা মুখ্য সচিবের নিচে হতে পারে না। তাই প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি– বিভ্রান্ত হবেন না। শিক্ষকদের শুধু বেতন নয়; মর্যাদাও বৃদ্ধি করুন। এতে দেশ ও জাতি এগিয়ে যাবে।

hafizul2040@gmail.com